প্রথম আলো

তারিখ 21 SEP 2013
পৃ ৩ কঃ ১

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

একাংশের আন্দোলন স্থগিত, উপাচার্য এখনো অবরুদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রংপুর ●

বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলনরত রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একাংশ আগামী সোমবার পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা করেছে। তবে শিক্ষকদের অপর একটি অংশ অবস্থান ধর্মঘট অব্যাহত রেখেছে। ফলে উপাচার্য এ কে এম নূর-উন-নবী গতকাল শুক্রবার চতুর্থ দিনের মতো নিজ কার্যালয়ে অবরুদ্ধ ছিলেন।

চার মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে গত মঙ্গলবার থেকে প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ ও সাধারণ শিক্ষকদের পৃথক ব্যানারে উপাচার্যের কক্ষের সামনে অনির্দিষ্টকালের অবস্থান ধর্মঘট ও আমরণ অনশন কর্মসূচি শুরু হয়।

> চতুর্থ দিনের মতো নিজ কার্যালয়ে অবরুদ্ধ ছিলেন উপাচার্য।
> উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য আজ সিন্ডিকেটের সভা অনুষ্ঠিত হবে

বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, গতকাল বেলা দুইটার দিকে সাধারণ শিক্ষকদের ব্যানারে আমরণ অনশন কর্মসূচি পালনকারী শিক্ষকেরা তাঁদের কর্মসূচি স্থগিত করেন। কিন্তু আন্দোলনরত মোট ৯২ জন শিক্ষকের মধ্যে প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের ব্যানারে ৭২ জন শিক্ষক এখনো অবস্থান ধর্মঘট পালন করছেন।

সাধারণ শিক্ষকদের ব্যানারে আন্দোলনকারী বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তুহিন ওয়াদুদ বলেন, বকেয়া বেতন দেওয়ার আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে অনশন কর্মসূচি আগামী সোমবার পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। বেতন-ভাতা দেওয়া না হলে আবারও কর্মসূচি শুরু করা হবে।

প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের ব্যানারে আন্দোলনকারী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিভাগের ডিন ফরিদ-উল-ইসলাম বলেন, 'বেতন-ভাতা নিশ্চিত না পাওয়া পর্যন্ত উপাচার্যের কক্ষের সামনে আমাদের অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের তথ্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলী জানান, উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য আজ শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভা অনুষ্ঠিত হবে।

এ কে এম নূর-উন-নবী মুঠোফোনে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সঙ্গে কথা হওয়ার পর আগামী সোমবার বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ করার আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকেরা তাঁদের কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেবেন বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু একটি পক্ষ প্রত্যাহার করলেও আরেকটি পক্ষের অবস্থান এখনো থাকায় আমি অবরুদ্ধই রয়েছি।'